প্রথম আলো

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষার ফল সংশোধনের সিদ্ধান্ত

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েও ভর্তিযোগ্য হওয়ার খবর প্রকাশের দুই দিন পর ভর্তি কমিটির সভা ডেকে ভুল স্বীকার করে ওই শিক্ষার্থীর ফল বাতিল ও স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষার হল পরিদর্শকদের সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে ভর্তি কমিটির এক জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভর্তি কমিটি সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির জরুরি সভা ডাকা হয়। ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মো. আবদুল গনির কার্যালয়ে এ সভা হয়। সভায় *প্রথম আলো*সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে ঘোষিত ফলাফল যাচাই-বাছাই করা হয়। পরে ফল প্রকাশে ভুল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে জানানো হয়, ওই শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেননি। তাঁর রোল নম্বরটি আরেকজন শিক্ষার্থী ভুল করে পূরণ করেছেন। তাই তাঁর নাম ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের তালিকায় চলে এসেছে। শিক্ষার্থী রোল নম্বর সঠিকভাবে পূরণ করেছেন কি না, তা দেখে হল পরিদর্শকদের স্বাক্ষর করার কথা ছিল। তবে তাঁরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। তাই ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, এ জন্য পরিদর্শকদের সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। একপর্যায়ে মো. আবদুল গনি ভুলের জন্য কমিটির সদস্যদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন।

গত শুক্রবার *প্রথম আলোর* পঞ্চম পৃষ্ঠায় 'ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েই ভর্তিযোগ্য!' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক মত-মন্তব্য হলেও ভর্তি কমিটি নির্বিকার ছিল। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। শুক্র ও শনিবার এ প্রতিবেদক বেশ কয়েকবার মুঠোফোনে ও তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসলে কী ঘটেছিল, তা জানতে চাইলেও মো. আবদুল গনি কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

১৮ নভেম্বর শাবিপ্রবির স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা হয়। আর ২০ নভেম্বর রাতে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, মো. আসিফুজ্জামান নামের এক শিক্ষার্থী পরীক্ষা না দিলেও ভর্তিযোগ্য হওয়ার তালিকায় তাঁর রোল নম্বর আছে। এমনকি তাঁর মুঠোফোনে ভর্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ভর্তি কমিটির পক্ষ থেকে খুদে বার্তাও (এসএমএস) পাঠানো হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে প্রথমে ভর্তি কমিটি ফলাফলের পিডিএফ কপি ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নেয়। পরে বারবার যোগাযোগ করলেও বিষয়টির সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে গত শনিবার পর্যন্ত ওই কমিটি নির্বিকার থাকে।